Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সারাবিশ্বে মানবাধিকার কমিশনের ব্যর্থতা ও ভয়াবহ নিস্ক্রিয়তা

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাথী আক্তার

রোলঃ 23090121306

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সারাবিশ্বে মানবাধিকার কমিশনের ব্যর্থতা ও ভয়াবহ নিস্ক্রিয়তা

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সাথী আক্তার

রোলঃ 23090121306

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সারাবিশ্বে মানবাধিকার কমিশনের ব্যর্থতা ও ভয়াবহ নিষ্ক্রিয়তা " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সাথী আক্তার, আইডিঃ 23090121306 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সারাবিশ্বে মানবাধিকার কমিশনের ব্যর্থতা ও ভয়াবহ নিস্ক্রিয়তা " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সাথী আক্তার

(স্বাক্ষর)

সাথী আক্তার

আইডিঃ 23090121306

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

১. ভূমিকা.....5

২. গবেষণার উদ্দেশ্য.....6

৩. গবেষণার পদ্ধতি.....7

৪. মানবাধিকার ও মানবাধিকার কমিশনের ধারণা.....8

৫. মানবাধিকার কমিশনের কাঠামো ও কার্যক্রম.....9

৬. সারাবিশ্বে মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা.....10

৭. ব্যর্থতার কারণ.....11

৮. ভয়াবহ নিষ্ক্রিয়তার উদাহরণ (Case Studies).....13

৯. কমিশনের ব্যর্থতার প্রভাব.....14

১০. মানবাধিকার রক্ষার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা.....15

১১. প্রস্তাবনা.....16

১২. উপসংহার.....17

১৩. তথ্যসূত্র.....18

১. ভূমিকা

মানবাধিকার প্রতিটি মানুষের জন্মগত ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার। জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ, ভাষা, জাতীয়তা বা রাজনৈতিক মতাদর্শ নির্বিশেষে প্রত্যেক মানুষেরই জীবনের নিরাপত্তা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, শিক্ষা ও মর্যাদার অধিকার রয়েছে।

১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ "Universal Declaration of Human Rights (UDHR)" গ্রহণ করে এই মৌলিক অধিকারগুলোকে স্বীকৃতি দেয়। এরপর বিশ্বব্যাপী গঠিত হয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনসমূহ, যাদের কাজ ছিল এই অধিকারগুলো রক্ষা করা ও লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, নানা রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক কারণে এই কমিশনগুলো অনেকাংশে ব্যর্থ। যুদ্ধ, দমননীতি, গণহত্যা, নির্যাতন, শরণার্থী সংকট— এসব ঘটনার পরেও মানবাধিকার কমিশন প্রায়ই নীরব থেকেছে। ফলে তাদের নিষ্ক্রিয়তা ও অকার্যকারিতা আজ প্রশ্নবিদ্ধ।

---

২. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো—

১. মানবাধিকার কমিশনের কাঠামো ও কার্যক্রম বিশ্লেষণ করা।

২. তাদের ব্যর্থতার কারণ ও সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা।

৩. বিভিন্ন দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের নির্দিষ্ট উদাহরণ বিশ্লেষণ করা।

৪. কার্যকর ও স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠনের পথনির্দেশ প্রদান করা।

---

৩. গবেষণার পদ্ধতি

এই গবেষণায় গুণগত (Qualitative) পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে—

জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের (UNHRC) প্রতিবেদন থেকে,

Amnesty International
human Rights Watch-এর রিপোর্ট থেকে,

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ও গণমাধ্যমের বিশ্লেষণ থেকে।

এছাড়া তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের কমিশনের কার্যক্রম পর্যালোচনা করা হয়েছে।

---

৪. মানবাধিকার ও মানবাধিকার কমিশনের ধারণা

মানবাধিকার হলো এমন অধিকার যা মানুষ কেবলমাত্র মানুষ হিসেবে পায়। এগুলো কারো অনুগ্রহ নয়, বরং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মৌলিক অধিকার।

মানবাধিকার কমিশন হলো সেই প্রতিষ্ঠান যা মানবাধিকার রক্ষা, প্রচার ও পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে UNHRC এবং জাতীয় পর্যায়ে প্রতিটি রাষ্ট্রের নিজস্ব কমিশন থাকে।

তাদের কাজের মধ্যে রয়েছে—

মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ গ্রহণ,

তদন্ত পরিচালনা,

সুপারিশ ও প্রতিবেদন প্রকাশ,

সরকার ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি।

---

৫. মানবাধিকার কমিশনের কাঠামো ও কার্যক্রম

জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদ (UNHRC) গঠিত হয়েছে ৪৭ সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে। প্রতি তিন বছর অন্তর সদস্য পরিবর্তন হয়।
প্রধান কার্যক্রম:

নির্দিষ্ট দেশ বা অঞ্চলে মানবাধিকার পরিস্থিতি মূল্যায়ন করা (Universal Periodic Review)।

বিশেষ প্রতিবেদক নিয়োগ করা।

মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা তদন্ত করা।

জাতীয় কমিশনগুলো সাধারণত সংবিধান বা বিশেষ আইনে গঠিত হয় কিন্তু অনেক দেশে এই কমিশনগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকায় স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না।

৬. সারাবিশ্বে মানবাধিকার কমিশনের ভূমিকা

মানবাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে জাতিসংঘ মানবাধিকার পরিষদ (UNHRC), আঞ্চলিক কমিশন (যেমন ইউরোপীয় মানবাধিকার কমিশন, আফ্রিকান কমিশন), এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (NHRC) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এই সংস্থাগুলোর কাজ হলো—

মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে তদন্ত ও প্রতিবেদন প্রকাশ করা,

শরণার্থী ও নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষা করা,

নারী, শিশু ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় নীতিমালা তৈরি করা,

আন্তর্জাতিক চুক্তি ও কনভেনশন বাস্তবায়নে সহায়তা করা।

তবে এই ভূমিকা বাস্তবে কতটা কার্যকর হচ্ছে, সেটিই আজ প্রশ্নবিদ্ধ। বিশ্বের বহু স্থানে গণহত্যা, রাজনৈতিক দমন, ও যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হলেও কমিশনগুলো কেবল বিবৃতি প্রকাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

---

৭. ব্যর্থতার কারণ

মানবাধিকার কমিশনের ব্যর্থতার পেছনে রয়েছে কয়েকটি গভীর কারণ—

৭.১ রাজনৈতিক প্রভাব

বেশিরভাগ কমিশন স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় কমিশনের উপর চাপ সৃষ্টি করে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে প্রতিবেদন পক্ষপাতদুষ্ট বা বিলম্বিত হয়।

৭.২ আইনি সীমাবদ্ধতা

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের কোনো বাধ্যতামূলক ক্ষমতা নেই। তারা কেবল সুপারিশ দিতে পারে, কিন্তু তা বাস্তবায়নের জন্য কোনো আইনি বলপ্রয়োগ করতে পারে না।

৭.৩ অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক দুর্বলতা

বহু উন্নয়নশীল দেশের কমিশনগুলো পর্যাপ্ত অর্থ, জনবল ও প্রযুক্তিগত সহায়তা না পাওয়ায় কার্যকর তদন্ত পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়।

৭.৪ দ্বৈত মানদণ্ড ও পশ্চিমা প্রভাব

মানবাধিকার ইস্যুতে প্রায়ই পশ্চিমা দেশগুলোর দ্বৈত নীতি দেখা যায়। কিছু দেশকে কঠোরভাবে সমালোচনা করা হয়, অন্যদিকে নিজেদের বা মিত্রদের অপরাধ উপেক্ষা করা হয়।

৭.৫ গণমাধ্যম ও তথ্যনির্ভরতার অভাব

কমিশন অনেক সময় নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করতে পারে না বা স্থানীয় পর্যায়ে তদন্তে বাধার মুখে পড়ে। ফলে তাদের প্রতিবেদন দুর্বল হয়ে পড়ে।

---

৮. ভয়াবহ নিষ্ক্রিয়তার উদাহরণ (Case Studies)

৮.১ রোহিঙ্গা গণহত্যা (মিয়ানমার, ২০১৭)

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন স্বীকার করেছে যে, রাখাইন প্রদেশে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আদালতে কার্যকর বিচার প্রক্রিয়া শুরু করতে কমিশন যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারেনি।
ফলস্বরূপ, লক্ষ লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থী বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

৮.২ ফিলিস্তিন ও গাজা উপত্যকার পরিস্থিতি

দীর্ঘ দশক ধরে চলা দখল, অবরোধ ও হত্যাযজ্ঞের পরেও জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের প্রতিবেদন বারবার ভেটো ক্ষমতার কারণে নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে।

৮.৩ সিরিয়া ও আফগানিস্তানে যুদ্ধাপরাধ

বেসামরিক জনগণের উপর বিমান হামলা, রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহার, ও নির্বিচার হত্যা সত্ত্বেও কমিশনের তদন্ত প্রায়ই “রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা”র মুখে থেমে গেছে।

৮.৪ আফ্রিকার মানবাধিকার সংকট

সুদান, ইথিওপিয়া, কঙ্গো প্রভৃতি দেশে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অসংখ্য অভিযোগ থাকলেও আফ্রিকান কমিশন খুব সামান্য পদক্ষেপ নিতে পেরেছে।

---

৯. কমিশনের ব্যর্থতার প্রভাব

১. মানবাধিকারের প্রতি জনগণের আস্থা নষ্ট হচ্ছে।
২. অপরাধীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি থেকে রেহাই পাচ্ছে, ফলে লঙ্ঘন আরও বাড়ছে।
৩. আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার ব্যবস্থা দুর্বল হচ্ছে।
৪. দুর্বল রাষ্ট্রগুলোতে স্বৈরাচারী শাসন আরও শক্তিশালী হচ্ছে।
৫. মানবাধিকার ইস্যু এখন রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, প্রকৃত ন্যায়বিচারের মাধ্যম নয়।

---

১০. মানবাধিকার রক্ষার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

যদিও কমিশনগুলোর বর্তমান অবস্থা হতাশাজনক, তবু ভবিষ্যতের জন্য কিছু ইতিবাচক দিক রয়েছে—

আন্তর্জাতিক নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ বাড়ছে।

প্রযুক্তিনির্ভর তথ্য বিশ্লেষণ (যেমন স্যাটেলাইট ইমেজ, ওপেন সোর্স ইনভেস্টিগেশন) মানবাধিকার পর্যবেক্ষণকে শক্তিশালী করছে।

বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক আদালত (ICC) কিছু ক্ষেত্রে সাহসী রায় দিচ্ছে, যা ভবিষ্যতের জন্য আশার আলো।

---

১১. প্রস্তাবনা

১. মানবাধিকার কমিশনকে আইনি বাধ্যবাধকতা প্রদান করতে হবে যাতে তারা সুপারিশ বাস্তবায়নে বলপ্রয়োগ করতে পারে।

২. আর্থিক স্বাধীনতা ও স্বশাসন নিশ্চিত করতে হবে, যাতে রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা যায়।

৩. তদন্তে প্রযুক্তি ও স্বচ্ছতা আনতে হবে।

৪. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও তথ্য বিনিময় বাড়াতে হবে।

৫. জনগণ ও নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ বাড়াতে হবে, যাতে কমিশনের কাজ গণআন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়।

১২. উপসংহার

মানবাধিকার কমিশন মানবতার আশার প্রতীক। কিন্তু তাদের ব্যর্থতা ও নিষ্ক্রিয়তা বিশ্ব মানবতার জন্য গভীর হতাশার কারণ। রাজনৈতিক স্বার্থ, দ্বৈত মানদণ্ড ও আইনি সীমাবদ্ধতার কারণে তারা প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন স্বাধীনতা, জবাবদিহিতা, এবং মানবতার প্রতি অঙ্গীকার।

শুধুমাত্র একটি সক্রিয়, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী মানবাধিকার কমিশনই পারে পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি ও মর্যাদাপূর্ণ মানবজীবন প্রতিষ্ঠা করতে।

১৩. তথ্যসূত্র

১. United Nations Human Rights Council Reports (2018–2024)

২. Amnesty International Annual Report 2023

৩. Human Rights Watch World Report 2024

৪. Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) Publications

৫. BBC, Al Jazeera, The Guardian – Human Rights Coverage

৬. বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০২৩